৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 09 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

গত পাঁচ মাসে ক্লাস হয়েছে ৪১ দিন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৮ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত জুন মাস হতে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ৪ মাস ১৫দিনে ক্লাস হয়েছে মোট ৪১দিন। এ সময় ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষজনিত কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল না। তবে বিতর্কিত ২শ' নম্বরের সিলেবাস বাতিলের আন্দোলনে ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট ও ক্লাস বর্জনের জন্য ক্লাস হয়নি। সিলেবাসবিরোধী আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হলে কর্তৃপক্ষ ১১ই সেপ্টেম্বর হতে ২৮শে অক্টোবর দীর্ঘ ৪৮ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখেছিলেন। দীর্ঘ এই পাঁচ মাস সময়ে এক/দুই দিন ছুটি ছাড়া বড় ধরনের কোন ছুটি ছিল না। ঈদে মিলাদুন্নবী, ফাতেহা ইয়াজদাহাম, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা মিলে মোট ধর্মীয় ছুটি ছিল পাঁচ মাসে মাত্র সাত দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিরসনে হিন্দু ধর্মের বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার এগার দিন ছুটিকে কমিয়ে দু'দিনে আনা হয়েছে। পাঁচ মাসে সাপ্তাহিক ছুটি বাবদ ক্লাস হয়নি ২২ দিন; প্রতি সপ্তাহে সব বিভাগের একদিন ক্লাস বন্ধ থাকায় ক্লাস হয়নি ১৮ দিন, সিলেবাসবিরোধী আন্দোলনের কারণে ক্যাম্পাসে ক্লাস বর্জন ২৪ ঘন্টা ও ৪৮ ঘন্টার ছাত্র ধর্মঘটে ৮ই আগষ্ট হতে ১০ই সেপ্টেম্বর ক্লাস হয়নি ৫ দিন। ক্লাস থাকার পরও কিছু কিছু শিক্ষক তাদের বিভিন্ন অসুবিধার অজুহাতে ক্লাস না নেয়ায় এই সময়ের মধ্যে ক্লাস নেয়া সম্ভব হয়নি প্রায় ৫ দিন।

কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিভাগের ১৮ মাসের সেশনজট নিরসনে, ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ এড়াতে বার বার রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেছেন, এর মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৩১শে ডিসেম্বর করা হয়েছে। দীর্ঘ ১৯ মাসের অভিজ্ঞতায় ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের কারণ নাকি সেশনজট সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে কর্তৃপক্ষ বারবার ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম বন্ধ রাখছেন। সেশনজট নিরসনে বছরে ৮২ দিনের অফিসিয়াল ছুটি কমিয়ে ৭৩ দিনে আনলেও কোন কাজ হয়নি। বরং সেশনজট ১৮ মাস হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২১ মাসে পরিণত হয়েছে। ছাত্ররা সেশনজট নিরসনের জন্য বছরে দুই পরীক্ষার পরিবর্তে এক পরীক্ষা দেয়ার দাবি জানিয়েছে। ইতিমধ্যে ইসলামের ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ পরীক্ষার দাবিতে ছাত্রদের স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেছে।